

# ‘আমি বাংলায় গান গাই’ নিয়ে কিছু কথা

ফরিদ আহমেদ

(সৌমিত্র বোসের মেইলের প্রত্যুত্তরে)

সৌমিত্র বোস বাংলাদেশের অসম্ভব জনপ্রিয় একজন গায়ক মাহমুদুজ্জামান বাবুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ এনেছেন (<http://groups.yahoo.com/group/mukto-mona/message/33369>) . তিনি বাবুকে গান চুরির অপরাধে ঘৃণ্য চোর হিসাব আখ্যায়িত করেছেন। বাবু নাকি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের লেখা ও সুর করা গান ‘আমি বাংলায় গান গাই’ আত্মসাৎ করে নিজের লেখা ও সুর বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আর বিবিসিও না জেনেই নাকি এটাকে বাবুর গান হিসাবে শ্রোতা জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দশ গানের মধ্যে স্থান দিয়ে ফেলেছে। তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, তাদের কাছে খবর এসেছে যে, বাবুর ক্যাসেটের কভারে ‘আমি বাংলার গান গাই’ গানটির কথা ও সুর হিসাবে মাহমুদুজ্জামান বাবুর নাম লেখা আছে। তার বক্তব্য অনুযায়ী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত লোকজনও মহা আনন্দিত এই ভেবে যে গানটি এই ‘বাবু’ চরিত্র লিখেছে। তিনি বাবুর এই ঘৃণ্য চৌর্যবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিকভাবে নিন্দা জ্ঞাপন করারও আহ্বান জানিয়েছেন।

সৌমিত্র বোস যে অভিযোগ করেছেন তা যদি সত্যিই হয় তবে বাবুর এই অসততার জন্য অতি অবশ্যই শুধু বুদ্ধিজীবীরাই নয় বাংলাদেশের সব শ্রেণীর লোকজনই যে নিন্দা করবে তা বলাই বাহুল্য। কারণ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে অন্যের সৃষ্ট জিনিস নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া জঘন্যতম অন্যায়ের পর্যায়ে পড়ে। কাজেই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে বাবু যে গুরুতর এবং নিন্দনীয় অপরাধ করেছেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সৌমিত্র বোস যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন সেগুলোর সত্যতা নিয়ে। এই তথ্যগুলো কতখানি নির্ভরযোগ্য সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। প্রথমেই আসা যাক উনার মূল অভিযোগ নিয়ে। তিনি দাবি করছেন যে মাহমুদুজ্জামান বাবু প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘আমি বাংলার গান গাই’য়ের কথা ও সুর চুরি করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে বাবু কথা ও সুর চুরি করেছেন। যে কোন গীতিকার বা সুরকারের গান যে কোন শিল্পীই গাইতে পারেন, যদি গীতিকার বা সুরকারের অনুমতি থাকে। এমন কি গীতিকার বা সুরকার ভিনদেশের হলেও কোন বাধা নেই। এক্ষেত্রে সৌমিত্র বোস কি নিশ্চিত করে জানেন যে বাবু প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়েই গানটি গেয়েছেন বা গাইছেন। প্রতুল মুখোপাধ্যায়তো দিকি এখনো বেঁচে আছেন, দয়া করে উনার কাছ থেকেই জেনে নিন না বাবু তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন কিনা। প্রতুল মুখোপাধ্যায় কি কোন পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন যে বাবু তার অনুমতি ছাড়াই গানটি গাইছেন। এমন কিছুতো আমাদের চোখে পড়েনি। সৌমিত্র বোসের কি তেমন কিছু জানা আছে? থাকলে আমাদেরকে জানাবেন প্লিজ।

সৌমিত্র বোস এর দাবি অনুযায়ী বাবু তার ক্যাসেটের কভারে ‘আমি বাংলার গান গাই’র কথা ও সুর তার নিজের বলে লিখেছেন। আমি জানি না সৌমিত্র বোস আদৌ বাবুর গানের কোন ক্যাসেট দেখেছেন কিনা। মাহমুদুজ্জামান বাবুকে যিনি অবজ্ঞাভরে ‘বাবু’ চরিত্র বলতে পারেন তিনি যে বাবুর গানের কোন ক্যাসেট দেখেননি এটা মোটামুটি নিশ্চিত করেই বলা যায়। বাবুর যে এ্যালবামে এই গানটি রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে ‘চোখ ভেসে যায় জলে’। এ্যালবামটি প্রকাশ করেছে সঙ্গীতা। এই এ্যালবামের কভার পৃষ্ঠায় অত্যন্ত

স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে ‘আমি বাংলায় গান গাই’ গানটির কথা এবং সুর প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের। পাঠকদের সুবিধার্থে আমি তার এ্যালবামের কভার পৃষ্ঠাটি স্ক্যান করে দিলাম। আপনারাই নিজের চোখে দেখতে পাবেন কভার পেজে কি লেখা আছে। ।

দাহকালের গান

চোখ  
জন্মে  
যায়  
জন্মে

কথা • সুর • কণ্ঠ  
**মাহমুদজ্জামান বাবু**  
‘আমি বাংলায় গান গাই.....’ গানটির কথা ও সুর  
প্রতুল মুখোপাধ্যায়


সংগীত  
বাগ্মা মজুমদার

design SAJAL SAMADDAR computer grap. JEWEL


সংগীত  
বাগ্মা মজুমদার

০১. বাংলায় গান গাই (Version 1)  
০২. রাজা যায় রাজা আসে  
০৩. শ্রিয় মৃত্তিকা  
০৪. স্বপ্নের জল  
০৫. চোখ ভেসে যায় জলে  
০৬. ভোর হয়নি  
০৭. ঘুম ঘুম রাত  
০৮. গাও গাও জীবনের গান  
০৯. ক্ষাপা তুই  
১০. আস্থাহীনতার দিন  
১১. বাংলায় গান গাই (Version 2)

কীর্তি  
বাগ্মা মজুমদার  
দীপ্তার  
বাগ্মা মজুমদার, পোহেল  
বিদ্যুৎ  
রোজ  
বাগ্মা  
মুনির হোসেন  
তবলা, ঢোল  
মিলন ভট্টাচার্য  
খুঁড়ি  
প্রমিঞ্জ  
দেবকান্ত  
সুজাত, আনিস  
মিঞ্জি  
আনিস  
আলোকচিত্র  
চঞ্চল মাহমুদ

প্রযোজনা সংগীতা   
Distributed By : \_\_\_\_\_

All Rights Reserved By **SALIM KHAN, SANGEETA.**  
CD Co-ordinator: MD. Badrul Alam Ratan.  
Hard Disk & CD Mastering : D.K.M. Shanto & Ali Aftab Lony.



তাহলে দেখা যাচ্ছে সৌমিত্র বোস সঠিক তথ্য না জেনেই প্রতিবেশী দেশের একজন গুণী শিল্পীকে বিনা দোষে প্রকাশ্য সভায় চোর হিসাবে সাব্যস্ত করে চরমভাবে অপমান করে গেলেন। এজন্য কি তিনি ক্ষমা চাইবেন বাবুর কাছে বা বাংলাদেশের জনগণের কাছে, নাকি দাদাসুলভ অহংকারে যা বলার বলেছি এই ভেবে চুপ করে বসে থাকবেন।

বিবিসি যে দিন এই গানটিকে ষষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গান হিসাবে ঘোষণা দেয় সেই দিনের অনুষ্ঠানেই বাবুর সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে। বাবু নির্দিধায় সক্তজ্ঞচিত্তে গভীর শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছেন যে এই গানটি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের লেখা এবং সুর করা। এমনকি প্রতুল মুখোপাধ্যায় নিজেও যে এই গানটি প্রথম গেয়েছেন তাও বাবু বলেছেন অকপটে। বাবুর নিজের ভাষায়,

“আমি এখনো মনে করি আমদে এই গানটির জন্য মানুষের মাঝখানে যতখানি আবেগ তৈরি হয়েছে, মানুষের হৃদয় যতখানি দেশকে দ্বিবে, তার জীবনকে দ্বিবে, তার পারিপার্শ্বিকতাকে দ্বিবে যতখানি মমতা তৈরি হয়েছে, একদম শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, তার অবটুকুর কৃতিত্বই কিন্তু প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের দান। কারণ এটা প্রতুল

মুখোপাধ্যায়ের লেখা, স্মরণ করা এবং ঊনরন্ত গাঙুয়া। আমি শুধুমাত্র বাৰ্তাবাহকের ভূমিকা পালন করেছি, এর বাইরে আমলে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। য়েই কথাশ্রুত্মো আছে আমি মেটা বিশ্ৰাম করে গেয়েছি, আমি প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী হিআবে মেই জায়গায় দাড়িয়ে গানটা করেছি।”

([http://www.bbc.co.uk/bengali/news/story/2006/05/060502\\_mbsheragaan.shtml](http://www.bbc.co.uk/bengali/news/story/2006/05/060502_mbsheragaan.shtml))

পাঠক, বাবুর কথা শুনে কি কোন গান চোরের ভাষা মনে হচ্ছে, নাকি আমরা পাছি একজন প্রকৃত শিল্পীর তার গানের স্রষ্টার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিনয়ী উপস্থাপনা।

এই একই অনুষ্ঠানে প্রতুল মুখোপাধ্যায়েরও সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সৌমিত্র বোস যেখানে জানেন যে বাবু প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান চুরি করেছেন, সেখানে প্রতুল মুখোপাধ্যায় নিজেই মনে হচ্ছে সেই বিষয়টা জানেন না। কেননা তিনি বিবিসির মাধ্যমে বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গসহ সারা বিশ্বের বাঙ্গালীদের কাছে বাবুর এই অপকর্মের কথা বলে দেওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা নেননি। বাবুর বিরুদ্ধে গান চুরির অভিযোগ না করে বরং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে মহৎ সৃষ্টির কোন দাবিদার নেই। প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের নিজের ভাষাই তুলে দিছি আমি এখানে। বিবিসির বাংলা বিভাগের গানটির স্বত্ব বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে আকাশের মত উদার মহৎ এই ব্যক্তি বলেন,

“একটি যদি মহৎ সৃষ্টি হয় তখন তার কোন স্বত্ব থাকে না। তখন মেটা সবার হয়ে যায়। এই ‘আমি বাংলায় গান গাই’ এটা প্রতুল মুখোপাধ্যায় দিখেছেন বন্দনেও কিন্তু পুরোপুরি ঠিক বন্দা হয় না, এটা একটা বাঙ্গালী সঙ্কা দিখেছে বন্দনেই ঠিক হয়। এমন হতে পারে যে একশ’ বছর আমার নামটা থাকবে না, হয়তো মুছেই যাবে। কিন্তু গানটা থেকে গেলে কতো দোকগান কে জন্ম দিখেছে কে বন্দে পারে, কিন্তু মেস্ত্রমো পরম্পরায় মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। কিছু কিছু গান এরকমভাবে ছড়িয়ে যাক।”

([http://www.bbc.co.uk/bengali/news/story/2006/05/060502\\_mbsheragaan.shtml](http://www.bbc.co.uk/bengali/news/story/2006/05/060502_mbsheragaan.shtml))

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একজন প্রকৃত গুনী ব্যক্তির হৃদয়ের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃত গুজনী গুনী ব্যক্তির এমনই হয়ে থাকেন। নিরহংকার, বিনয় এবং উদারতা গুজনী গুনী ব্যক্তিদের মধ্যে আপনা আপনিই জন্ম নেয়। এজন্য তারা হয়ে থাকেন ক্ষণজন্না, দেশ কালের সংকীর্ণ সীমানা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। তাইতো একজন অসমীয়া ভূপেন হাজারিকা হয়ে যান বাঙ্গালীর নয়নের মনি। একজন গোবিন্দ হালদার বা প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে পশ্চিম বঙ্গের নাগরিক কিনা সে বিষয় নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামায় না বাংলাদেশের মানুষেরা। আসলে গুনী এবং প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই। গুন এবং শিক্ষার সাথে সাথে মানুষের যে প্রবৃত্তিটি সবচেয়ে বিকশিত হয় তা হচ্ছে সত্যিকারের বিনয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শিক্ষিত নামধারী অশিক্ষিতরা, গুনীর ছদ্মবেশে গুনহীন ব্যক্তির। তাইতো বিনয় আর নম্রতার পরিবর্তে চোখে পড়ে শুধু আত্মসন্ত্রিতা, অহংকার আর অন্যের প্রতি অকারন অশ্রদ্ধা।

এধরনের চরম অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করেছেন সৌমিত্র বোস আমাদের মাহমুদুজ্জামান বাবুর ক্ষেত্রে। বাবুর লেখা ও সুর করা কোন গান না শুনেই তিনি ভেবেছেন বাবু শুধু অন্যের গান চুরি করে গেয়ে যাচ্ছেন। অজ্ঞতার একটা সীমা থাকা উচিত। কেউ যদি অজ্ঞ থাকতে চান আমাদের কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে সেই অজ্ঞতার জোরে যার তার সম্পর্কে না জেনেই অবমাননাসূলভ মন্তব্য করা কতখানি শোভন। এতো বড় একটা অভিযোগ করার আগে সৌমিত্র বোসের কি উচিত ছিলনা বাবু সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া। তার আত্মস্মরিতা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে তিনি ভেবে নিয়েছেন বাবু রাস্তাঘাটের কোন গায়ক, যে কিনা অন্যের গান চুরি করা ছাড়া গাইতে পারে না। আর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষিত লোকেরা মহামূর্খ, তাই তারা কোন খবর না রেখেই এটা বাবুর লেখা ও সুর করা গান ভেবে বাবুকে বাহবা দিচ্ছেন।

মাহমুদুজ্জামান বাবু এই গানটি গেয়ে আসছেন সেই তিরানব্বই সাল থেকে। দু'হাজার সালের দিকে এটিএন বাংলা এটি তাদের থিম সং হিসাবে প্রচার করা শুরু করার পরপরই গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাবুর দরাজ কণ্ঠে গাওয়া দেশপ্রেমমূলক এই গানটি বাঙ্গালীর হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে মূল কৃতিত্ব দিয়েও একথা নির্দিধায় বলা যায় যে গানটির জনপ্রিয় হওয়ার পিছনে বাবুর দরদমাখা আবেগময় ভরাট কণ্ঠেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

সৌমিত্র বোসের জন্য বলছি, মাহমুদুজ্জামান বাবু বাংলাদেশের শুধুমাত্র একজন জনপ্রিয় গায়কই নন, বাংলাদেশে যে ক'জন সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীতকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে নিয়েছেন বাবু তাদের মধ্যে অগ্রগন্য। বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত তিনি। শুধু সঙ্গীত নয়, আবৃত্তি, নাটক, এবং চলচ্চিত্রের অভিনয়ের সাথে যুক্ত রয়েছেন তিনি। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে বাবু জড়িত আছেন বহু বছর ধরে। নির্মীয়মান একটি বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র 'স্বপ্নডানা'র মূল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। তার নিজের লেখা, সুর করা এবং গাওয়া বেশকিছু জনপ্রিয় এ্যালবাম রয়েছে বাজারে। সংস্কৃতি চর্চা বাবুর কাছে নিছক সংস্কৃতি চর্চা নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতারই অংশ। এহেন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সমাজ সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মী এবং জনপ্রিয় গায়ককে সৌমিত্র বোস কোন কিছু না জেনেই ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক মিথ্যা তথ্যের আলোকে যেভাবে চোর হিসাবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। বাবু শুধু একজন বাবু নন, তিনি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন প্রতিনিধিও বটে। কাজেই তাকে অযথা অপমান করা মানে গোটা বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের জনগণকেই অপমান করা। আমি আশা করবো এই লেখা পড়ার পর সৌমিত্র বোসের বোধোদয় হবে, এবং তিনি তার অন্তরে যে তীব্র বাংলাদেশ বিদ্বেষ পোষন করেন তা একপাশে সরিয়ে রেখে, তার এই গর্হিত কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইবেন মাহমুদুজ্জামান বাবুর কাছে। আমি যতদূর জানি তার গানের মতোই বাবুর হৃদয়ও মানবিক গুণে পরিপূর্ণ। তিনি যে সৌমিত্র বোসকে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এই লেখাটি শেষ করার আগে বহু চর্চিত একটি বিষয় নিয়ে কিছুটা না বলে পারছি না। আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি, পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত লোকজন বাংলাদেশের মানুষের নাম লিখতে গেলে সঠিক বানানটা খুঁজে পান না কিছুতেই। ফলে প্রায়শই বাংলাদেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের নাম বিকৃতভাবে লিখে থাকেন তারা। এটা কতখানি অসচেতনতা আর কতখানি ইচ্ছাকৃত সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দুর্মুখেরা অবশ্য বলে থাকেন যে বাংলাদেশের মানুষের নাম বিকৃত করে একধরনের বিকৃত আনন্দ পান পশ্চিম বঙ্গের একশ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত বাংলাদেশ বিদেষী ব্যক্তিবর্গেরা। নাহলে যার নাম লিখছেন একটু কষ্ট করে সঠিক বানানটা জেনে নিয়ে লিখলে ক্ষতিরতো কিছু নেই। সৌমিত্র বোসও এর ব্যতিক্রম নন। তিনি তার মেইলের দুই জায়গায় মাহমুদুজ্জামান বাবুর নাম লিখেছেন, এবং দুই জায়গাতেই তিনি বাবুকে লিখেছেন

‘মাহমুদুর জামান বাবু’ হিসাবে। এক জায়গায় লিখলে না হয় টাইপিং এর ভুল বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো, কিন্তু তিনি যেহেতু দুই জায়গায় একইভাবে লিখেছেন কাজেই সেই দোহাই আর দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি মাহমুদুজ্জামান বাবুর নাম সচেতনভাবেই ‘মাহমুদুর জামান বাবু’ হিসাবে লিখেছেন বলে আমার ধারণা। এর পিছনে দু’টি কারণ হতে পারে। হয় তিনি ইচ্ছা করেই বিদ্বৈষপ্রসূতভাবে বাবুর নাম বিকৃত করেছেন অথবা বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য গায়কের প্রতি তার কোন শ্রদ্ধাবোধই নেই, কাজেই বাবুর নাম যদু না মধু তাতে তার কিছুই এসে যায় না। সৌমিত্র বোসের কিছু এসে না গেলেও আমাদের কিন্তু ঠিকই এসে যায়। আমাদের পরম ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার মানুষদের নাম আপনারা তাচ্ছিল্যের সাথে বিকৃত করে দেবেন, এমন অধিকার আপনাদের কেউ দেয়নি। আপনাদের সুমন চট্টোপাধ্যায় বা নচিকেতার নাম যদি আমরা বিকৃত করে লিখি তখন আপনাদের কেমন লাগবে?

নাক উঁচু করে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু হাটলেই হয়না, নিচের খানাখন্দের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। না হলে গর্তে পড়ে পা ভাঙ্গার সমূহ সম্ভাবনা। অবশ্য ইতোমধ্যেই অনেকের গর্তে পড়ে হাত পা ভাঙ্গার পরও দেখা যাচ্ছে যে কারো কারো বোধোদয় হচ্ছে না। বাংলাদেশের প্রতি অহেতুক ঘৃণা, বিদ্বৈষ, আক্রোশ এবং ঈর্ষায় তাদের হৃদয় এমনভাবে পরিপূর্ণ যে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে হলেও বাংলাদেশকে অপমান করার জন্য মুখিয়ে আছেন তারা। সামান্যতম সুযোগ পেলেই বিকট মুখব্যাদান করে নোংরা দাত আর হিংস্র নখ বের করে ঝাপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন বাংলাদেশের উপর।

সৌমিত্র বোসসহ আরো কিছু ভারতীয়ের প্রতি অনুরোধ রইল, দয়া করে বাংলাদেশের সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে জেনে শুনে লিখুন। মহা বিজ্ঞের ভান করে চরম অজ্ঞের মতো এক একজন বাংলাদেশ নিয়ে যা খুশি প্রলাপ বকে যাচ্ছেন একের পর এক। আপনাদের অজ্ঞতাসূচক হাস্যকর সব মন্তব্যের জবাব দিতে আমরাতো ক্লান্ত হয়ে গেলাম। এখন আমেরিকানদের মতো বলতে হয়, গিভ আস এ ব্রেক, বাংলাদেশের চরকা বাদ দিয়ে নিজেদের চরকায় তেল দিন। তাতে আপনাদের মাথা ব্যথা কিছু কমবে, আর আমরাও স্ব-আরোপিত দাদাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচবো।

ক্যালগারি, ক্যানাডা

[farid300@gmail.com](mailto:farid300@gmail.com)